যুগান্তর

তারিখ ... 22 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... 2 ...

খুলনায় নারী নির্যাতন বেড়েছে

তালিকায় পুলিশ শিক্ষক ও সরকারি কর্মচারী

নূর ইসলাম রকি, *খুলনা ব্যুরো*

যৌতুক ও নারী নির্যাতনের হার বেড়েছে খুলনা বিভাগে। গত মাসের শেষনাগাদ মহিলাবিষয়ক অধিদফতরের বিভাগীয় কার্যালয়ে ১১৭টি অভিযোগ জমা পড়েছে। অভিযোগের তালিকায় নাম এসেছে পুলিশ, কলেজ প্রভাষক, খাদ্য অধিদফতর ও খুলনা সিটি কর্পোরেশনের (কেসিসি) কর্মচারী, ইউনিয়ন পরিষদ সচিব, বেসরকারি সংগঠনের কর্মকর্তার। অভিযোগ মীমাংসা না হওয়ায় মহিলা সহায়তা কর্মসূচিতে আছেন ৩৬ নারী এবং আদালতের মাধ্যমে মামলা পরিচালনা করছেন ৮১ জন। এদিকে সরকারি সংস্থা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্যমতে, দেশের বিবাহিত নারীদের ৮৭ শতাংশই স্বামীর মাধ্যমে কোনো না কোনো সময়ে ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকেন।

বাগেরহাট জেলার কান্দাপাড়া এলাকার খাদিজা আক্তার চলতি বছরের শুরুতে তার স্বামী পুলিশ কনস্টেবল নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে মহিলা সহায়তা কর্মসূচি, বিভাগীয় কার্যালয় মহিলাবিষয়ক অধিদফতরে যৌতুক ও নির্যাতনের অভিযোগ করেন। বর্তমানে তিনি খাগড়াছড়ির দিঘীনালা থানায় কর্মরত আছেন। প্রাথমিকভাবে সমাধান করার জন্য বিবাদী কনস্টেবলকে কয়েক দফা হাজির হওয়ার নির্দেশ দিলেও কোনো ফলাফল পাওয়া যায়নি। বাদী বাধ্য হয়ে আদালতে মামলা করেছেন। নগরীর পাবলা এলাকার তাজিয়া খাতুন তার স্বামী দৌলতপুর দিবা-নৈশ কলেজের বাংলা বিভাগের প্রভাষক সাজ্জাদুল ইসলামের বিরুদ্ধেও যৌতুক ও নির্যাতনের মামলা করেছিলেন ২০০২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি। ২০১৬ সালের ১০ আগস্ট প্রভাষক সাজ্জাদ দেড় লাখ টাকা তার স্ত্রীকে দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করেছেন।

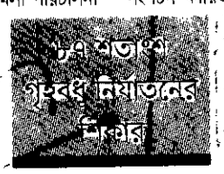

জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার খলসি গ্রামের মনিরা খাতুন ২০১৩ সালে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক অফিসের কর্মচারী হাবিবুর রহমানের বিরুদ্ধে যৌতুকের দাবি ও ভরণপোষণ না দেয়ার অভিযোগ করেন। চলতি বছরের ৩১ আগস্ট মহিলাবিষয়ক অধিদফতরের মাধ্যমে মামলাটির নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এছাড়া চলতি বছরে কেসিসির নিরাপত্তা প্রহরী মুজিবর রহমান, ডুমুরিয়া উপজেলার ৮নং ইউনিয়ন পরিষদের সচিব বিজয় কুমার পাল, নগরীর রূপসা এলাকার বেসরকারি সংগঠন কারিতাস বাংলাদেশের কর্মকর্তা তপন অধিকারীর বিরুদ্ধেও যৌতুক ও নির্যাতনের অভিযোগ করেছেন তাদের স্ব-স্ব স্ত্রী। নড়াইল জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা রত্না রানী দাস তার স্বামী বাগেরহাটের ব্যবসায়ী নিত্যানন্দ দাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার পরও এখনও কোনো সমাধান হয়নি।

এ বিষয়ে মহিলা সহায়তা কর্মসূচি, মহিলাবিষয়ক অধিদফতরের বিভাগীয় কার্যালয়ের উপপরিচালক এমএম শফিকুর রহমান যুগান্তরকে জানান, চলতি বছর ১১৭টি অভিযোগ এসেছে খুলনার ১০ জেলা থেকে। যৌতুক, দেন-মোহর, স্ত্রী ও শিশুর ভরণপোষণ না দেয়ার অভিযোগ বেশি। এগুলোর মধ্যে ১০৩ অভিযোগ নিষ্পত্তি হয়েছে। ১৯৯৭ সালের পর থেকে এখন অবধি নারী নির্যাতনের অভিযোগ ৩ হাজার ১৪৯টি। যৌতুক ও নারী নির্যাতনের অভিযোগগুলো সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধেও রয়েছে। বিভাগের অসহায়, দুস্থ, আশ্রয়হীন ও নির্যাতিত মহিলাদের আইনগত সহায়তা এবং আশ্রয় প্রদানের লক্ষে কাজ করে যাচ্ছে। এ কার্যক্রমের অধীনে নির্যাতিত মহিলাদের সম্পূর্ণ বিনা খরচে আইনগত সহায়তা ও আশ্রয় কেন্দ্রে থাকার ব্যবস্থা করা হয়।